৩০

দৈনিক বাংলা

তারিখ 03 JUN 1995
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

নিরক্ষর থাকব না টিপসই করব না

সৈয়দ আলী হোসেন মিলন ঃ লালমনিরহাট।–লালমনিরহাট জেলা এখন সাক্ষরতা আন্দোলনে মুখর। "লিখব পড়ব যুক্তি দিয়ে বুঝব। নিরক্ষর থাকব না টিপসই করব না।" সারা জেলা এই স্লোগানে এখন উজ্জীবিত।

সন্ধ্যার পর জেলার ৪২টি ইউনিয়নের প্রতিটি গ্রামের গণশিক্ষা কেন্দ্রে জ্বলে ওঠে হারিকেনের আলো। শ্রমজীবী মানুষ লেখাপড়া শিখতে আসে এখানে। পুত্রের সাথে পিতা, নাতির সাথে দাদা, বৌয়ের সাথে শাশুড়ি, মেয়ের সাথে মা, নাতনীর সাথে দাদী, এক সাথে চটে বসে পড়ে। 'চেতনা' নামের বই পড়ে এরা সচেতন হওয়ার চেষ্টা করে। পড়তে পড়তে জানে পরী বিবির সংসারের কাহিনী।

১১ থেকে ৪৫ বছর বয়সের নিরক্ষর নারী–পুরুষ শিখছে লেখাপড়া। ওদের মনে দৃঢ়প্রত্যয়। ভবিষ্যতে সমৃদ্ধ সমাজ গড়ার। ওরা ছিল শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত নিরক্ষর। প্রতারিত হত পদে পদে। বিশেষ পদ্ধতিতে ৬ মাসের কোর্সে লেখাপড়া শিখে ওরা নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হচ্ছে, ধীরে ধীরে। নারী ও পুরুষের জন্য খোলা হয়েছে পৃথক শিক্ষা কেন্দ্র। সময় হলেই নিকটস্থ গণশিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষার্থীরা ছুটে যায়। মেয়েদের জন্য বিকালে ও পুরুষদের জন্য সন্ধ্যার পর পাঠদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মহিলা কেন্দ্রে মহিলা শিক্ষক, পুরুষ কেন্দ্রে পুরুষ শিক্ষক নিয়োজিত। দৈনন্দিন কাজ শেষে সুবিধাজনক সময়ে ওরা শেখে লেখাপড়া।

এলাকার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষিত বেকার তরুণ–তরুণীরা শিক্ষক শিক্ষিকা হিসাবে কাজ করছেন। কাঁধে তুলে নিয়েছেন নিরক্ষরদের শিক্ষাদানের গুরুভার। এরাও প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। শিক্ষার্থীদের সাফল্যের উপর নির্ভর করছে শিক্ষকদের নগদ অর্থের পুরস্কার প্রাপ্তি।

লালমনিরহাট গণশিক্ষা প্রসারের মডেল জেলা। এ জেলায় পদ্ধতির সফল বাস্তবায়ন হলে এটা হবে সারাদেশের জন্য একটা দিক নির্দেশ। উন্মোচিত হবে এক যুগান্তকারী অধ্যায়ের। সারাদেশে একইভাবে তখন চালু করা হবে এই মডেল।

সরকার কর্মসূচী বাস্তবায়নে ৪ কোটি ৫২ লাখ টাকা বরাদ্দ করেছে।

লালমনিরহাট জেলায় সাক্ষরতা আন্দোলন

সমন্বিত উপ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রমের আওতায় জেলার এ বৃহৎ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

লালমনিরহাট ১৮ জানুয়ারী থেকে গণশিক্ষার দ্বিতীয় পর্যায়ের কর্মসূচী শুরু করা হয়েছে। জেলায় প্রায় ২ লাখ ৪০ হাজার নিরক্ষর নারী–পুরুষ এক সাথে লেখাপড়া শিখছে। মোট সংখ্যার অর্ধেকের বেশী নারী। জেলায় প্রায় ৭ হাজার ৩শ' গণশিক্ষা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। জেলায় ৫টি থানা, ৪২টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভা। এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে ৪শ' ৩টি ব্লকে ভাগ করা হয়েছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ব্লক সুপারভাইজার হিসাবে কাজ করছেন। তিনি সমন্বয় করেন তার এলাকার গণশিক্ষা কেন্দ্রগুলি। স্তর হিসাবে রয়েছে কেন্দ্র, ব্লক, ইউনিয়ন, থানা ও জেলা কমিটি। লালমনিরহাট গণশিক্ষা সমিতি নামে গঠিত একটি সংস্থা এ কার্যক্রমের সার্বিক তত্ত্বাবধান করছে। জেলা প্রশাসক সমিতির সভাপতি। পুলিশ সুপার সহসভাপতি। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাধারণ সম্পাদক। এভাবে সকল বিভাগের কর্মকর্তা, শিক্ষক, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বুদ্ধিজীবী, সমাজসেবী, জনপ্রতিনিধি সবাই সম্পৃক্ত রয়েছেন এই কর্মসূচীতে।

কর্মসূচীর প্রথম পর্যায়ে প্রায় ৩০ হাজার নিরক্ষর নারী–পুরুষকে শিক্ষাদানের মাধ্যমে সাক্ষর করে তোলা হয়েছে। মূল্যায়নে দেখা যায় শতকরা ৯৫% সফলতা অর্জিত হয়েছে। থানা পরিষদ ও পৌরসভার অর্থানুকূল্যে–এর ব্যয় নির্বাহ করা হয়। কর্মসূচী শুরুর পর জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ঝরে পড়া শিশুর সংখ্যা কমতে শুরু করেছে। শিক্ষার ব্যাপারে সচেতন হচ্ছে অভিভাবক, পিতা–মাতা। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকদের ফাঁকির সুযোগও কমে গেছে। অফিসের সময় শেষে জেলা ও থানা পর্যায়ের কর্মকর্তারা গ্রামে যাচ্ছেন। স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান, সদস্য, বুদ্ধিজীবীরা এলাকায় ঘুরছেন। গণশিক্ষার প্রশিক্ষণ লাখে দক্ষতা বেড়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের। বিদ্যালয়ে কোমলমতি ছাত্র–ছাত্রীদের ধরে রাখা সহজতর হয়েছে। স্থানীয় অংশীদারিত্ব বিদ্যালয়ের সাথে নতুন সংযোগ সৃষ্টি করেছে।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া লালমনিরহাট জেলায় আজ আসছেন গণশিক্ষা কর্মসূচী দেখতে। বিকালে তিনি এলাকার কয়েকটি শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন করবেন। শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া সরেজমিনে দেখবেন। ৪ জুন বেলা ১১টায় স্থানীয় কালেক্টরেট মাঠে আয়োজিত গণশিক্ষার এক মহাসমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে যোগ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী কর্মসূচীর অংশীদার সকলকে উৎসাহিত করবেন।